গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৪.৯৯.০০৪.২০১৮-২৭০৫ তারিখ: ২১/১১/২০১৯খ্রি.

বিষয় : 'মানসম্মত শিক্ষা' বিষয়ক মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০১.০৬.০০১.১৯-২৯০৬৫, তারিখ: ০৩/১১/২০১৯খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকে ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকার সভাকক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়নে নির্বাচিত কলেজসমূহে কনফারেন্স আয়োজন, পিয়ার রিভিউ জার্নাল প্রকাশ, সকল সরকারি কলেজে ছাত্র-শিক্ষক উন্নয়নের জন্য এ্যান্টি বুলিং কমিটি গঠনসহ শিক্ষার্থীদের বেতন অনলাইনে গ্রহণ ও শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সদ্য যোগদানকৃত প্রভাষকগণকে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং (চাকুরি বিধিমালা, ক্লাসে পাঠদান পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ বিবিধ বিষয়), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার, ক্লাসে শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন অত্র অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(ড. শাহ মোঃ আমির আলী)
উপপরিচালক(কলেজ-১)
ফোন : ৯৫৫৮৫০৫

অধ্যক্ষ
সকল সরকারি কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নং -৩৭.০২.০০০০.১০১.০৬.০০১.১৯-২২১০৫৪/৭ তারিখ : ০৩/১১/২০১৯

বিষয় : মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সিটিউট (আমাই), ঢাকার সভাকক্ষে মহাপরিচালক প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

৫.১১.১৯
প্রফেসর মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী
পরিচালক (ক: ও প্র.)
ফোন : ৯৫৬৩৪৩৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

১. সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন উইং/মাধ্যমিক শাখা/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন উইং/ প্রশিক্ষণ শাখা/মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশান উইং/ ফিন্যান্স অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট উইং) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
৩. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মাননীয় উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. উপ-পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
৬. সহকারী পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
৭. সংরক্ষণ নথি।

Kamrun Nahar/AD/AQAU/P&D/DSHE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ, ঢাকা

স্মারক নম্বর : ৩৭.০২.০০০০.১০১.০৬.০০১.১৯-২০৬৫ তারিখ : ০৬/১১/২০১৯

বিষয় : 'মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক মতবিনিময় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
তারিখ	:	১৬ অক্টোবর ২০১৯
সময়	:	১০.০০ টায়
স্থান	:	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সিটিউট (আমাই), ঢাকা

প্রারম্ভিক আলোচনা :

২.০ সভার শুরুতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক ও সভার সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গুণগত শিক্ষা বলতে কী বুঝায় তিনি তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি গুণগত শিক্ষার তিনটি Dimention (Cognitive, Socio-emotional, Behavioral) এবং ছয়টি Approach (Creativity, Criticality, Employability, Social Commitment, Morality, Health) এর ব্যাখ্যা দেন। সভাপতি ছয়টি Approach এবং তিনটি Dimention শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভাপতি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গতানুগতিক Teaching Learning Method এর পরিবর্তে Activity Based Learning Method এ পরিচালনা করার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ পর্যায়ে তিনি মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক উদ্যোগের বিবরণ দিয়ে বলেন, সপ্তম শ্রেণির প্রতিটি শিক্ষার্থী ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধাদের সাথে কথা বলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জেনেছে, রনাঙ্গনে এবং বধ্যভূমিতে গিয়েছে। নিজেদের মোবাইলে এটি ধারণ করে ছোট ছোট ভিডিও তৈরি করেছে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হচ্ছে।

Kamrun Nahar/AD/AQAU/P&D/DSHE

২০২০ সাল থেকে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মুল্যায়ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৬৪টি স্কুলে দুইটি বিষয়ে (কর্মমূখী শিক্ষা এবং চারু ও কারু কলা) পাইলটিং চলছে। সভাপতি বলেন শিক্ষকগণের উপর শিক্ষার্থীদের সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তিনি উল্লেখ করেন কার্যকরভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়ন করা গেলে সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। মেধা বিকাশে পুষ্টিকর খাবার একটি বড় ভূমিকা পালন করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক পুষ্টিকর খাবারের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

সভাপতি শিক্ষকগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারের গাইডলাইন এবং চাকরির বিধানাবলি অনুসরণ করে এ মাধ্যম ব্যবহার করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষগণকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণের ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিধির ব্যত্যয় ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। প্রয়োজনে প্রমাণকসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য তিনি অধ্যক্ষ মহোদয়গণকে অনুরোধ করেন।

সভাপতি বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ভবিষ্যত প্রযুক্তি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি এ থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের Creativity এবং Adaptability অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতির বক্তব্য শেষে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করা হয়। অধ্যক্ষ মহোদয়গণ লিখিত বক্তব্য ও প্রস্তাবনা সভাপতির নিকট হস্তান্তর এবং এ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩.০ অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ বলেন বেশ কয়েক বছর ধরে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে I.C.T Based করা হয়েছে। শিক্ষার্থীগণ সর্বদা শিখন-শেখানো এবং সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকে এর জন্য ৪৩টি ক্লাব রয়েছে। এ সকল ক্লাবে কোনো না কোনো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক এবং এর জন্য পাচঁ মার্কস রয়েছে। শিখন-শেখানো পদ্ধতিকে Activity Based Learning Method এর মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষকগণের নিয়তিম হাজিরা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল হাজিরা চালু করা হয়েছে। নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করা হয়। তিনি আরো বলেন আজকের এ সভায় যে নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

৪.০ অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ আলোচনার শুরুতেই তাঁর কলেজের সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। তবে তিনি গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে সভায় জানান। যেমন : শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা চালু। শিক্ষকগণের হাজিরা নিশ্চিত করার জন্য

বিভাগীয় প্রধানগণের মাধ্যমে শিক্ষকগণের হাজিরা সংরক্ষণ। ফলে শিক্ষকগণের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়াও কলেজের প্রতিটি বিভাগে নিয়মিত সেমিনার আয়োজনের পক্ষে তিনি মত প্রদান করেন।

৫.০ অধ্যক্ষ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ শিক্ষকগণের উপস্থিতি নিজেরাই নিশ্চিত করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি সকলের সহায়তা কামনা করেন। তিনি মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মনিটরিং জোরদারের কথা বলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বেতন অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে কলেজের হিসাব পরিচালনার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তিনি তার কলেজের উদাহরণ তুলে ধরেন।

৬.০ ময়মনসিংহ, সিলেট এবং বরিশাল অঞ্চলের পরিচালকগণ গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও কলেজসমূহে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্লাসরুমসমূহ সি.সি ক্যামেরার অর্ন্তভুক্ত করার কথা বলেন। সদ্য সরকারিকৃত কলেজসমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করেন।

৭.০ সরকারি কলেজসমূহের প্রতিটি বিভাগে সেমিনারের আয়োজনের পক্ষে অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সকলেই একমত পোষণ করেন। এছাড়াও বছরে একাধিকবার জার্নাল ও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা প্রকাশ করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। অধ্যক্ষ মহোদয়গণ শিক্ষকগণকে নিয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় সম্মেলন আয়োজনের জন্য সভাপতির নিকট সুপারিশ করেন। তবে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন বলে সভায় অধ্যক্ষ মহোদয়গণ একমত পোষণ করেন। শিক্ষকগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কিভাবে ব্যবহার করবেন এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের নির্দেশনা কামনা করেন।

৮.০ পরিচালক কলেজ ও প্রশাসন বলেন ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে Quality Education বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের সবার। যদি আমরা এটি বাস্তবায়ন করতে না পারি তাহলে এর দায় আমাদের সবার নিতে হবে। তিনি বলেন আজকের এই আলোচনা সভায় যেসব বিষয় আলোচনা হয়েছে তাতে আমরা সবাই সমৃদ্ধ হয়েছি। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৯.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভাপতির দিক নির্দেশনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্র.ম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	সেমিনার সংক্রান্ত	সরকারি কলেজসমূহ প্রতিটি বিভাগ বছরে ২টি করে সেমিনার আয়োজন করবে।	অধ্যক্ষ (সকল)

ক্র.ম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.	কনফারেন্স সংক্রান্ত	গুণগত শিক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক অঞ্চলের নিম্নোক্ত কলেজসমূহ কনফারেন্স আয়োজন করবে। যথা : ১. সরকারি এম.সি কলেজ, সিলেট অঞ্চল ২. সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ অঞ্চল ৩. চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম অঞ্চল ৪. সরকারি বি.এল কলেজ, খুলনা অঞ্চল ৫. সরকারি বি.এম কলেজ, বরিশাল অঞ্চল ৭. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী অঞ্চল ৮. ঢাকা কলেজ, ঢাকা অঞ্চল ৯. কারমাইকেল কলেজ, রংপুর অঞ্চল এ লক্ষ্যে রাজশাহী অঞ্চলের রাজশাহী কলেজ আগামী ফেব্রুয়ারি/২০২০ মাসের মধ্যে একটি কনফারেন্স আয়োজন করবে।	আঞ্চলিক পরিচালক (সকল) এবং সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ (সকল)
৩.	জার্নাল প্রকাশ সংক্রান্ত	আগামী জুন/২০২০ মাসের মধ্যে নয়টি অঞ্চলের নিম্নোক্ত কলেজসমূহ পিয়ার রিভিউড (peer reviewed) জার্নাল প্রকাশ করবে। যথা : ১. সরকারি এম.সি কলেজ, সিলেট অঞ্চল ২. সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ অঞ্চল ৩. চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম অঞ্চল ৪. সরকারি বি.এল কলেজ, খুলনা অঞ্চল ৫. সরকারি বি.এম কলেজ, বরিশাল অঞ্চল ৬. কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা অঞ্চল ৭. রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী অঞ্চল ৮. ইডেন কলেজ, ঢাকা অঞ্চল ৯. ঢাকা কলেজ, ঢাকা অঞ্চল ১০. কারমাইকেল কলেজ, রংপুর অঞ্চল উল্লেখ্য অঞ্চলের কলেজসমূহের শিক্ষকগণ উক্ত জার্নালে প্রবন্ধ (Article) প্রকাশ করবেন।	আঞ্চলিক পরিচালক (সকল) এবং সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ (সকল)

ক্র.ম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার এবং করণীয় সংক্রান্ত নিম্নরূপ : • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারের গাইডলাইন এবং চাকরির বিধানাবলি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ এ মাধ্যম ব্যবহার করবেন; • অধ্যক্ষগণ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণের ফেইসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবেন; • কোনো শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিধির ব্যত্যয় ঘটালে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; • প্রয়োজনে তদন্ত করে এর প্রমাণকসহ আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে মাউশি অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন।	আঞ্চলিক পরিচালক/ অধ্যক্ষ/শিক্ষক (সকল)
৫.	শিক্ষক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ	আঞ্চলিক পরিচালক এবং অধ্যক্ষ মহোদয়গণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আগামী ছয় মাসের মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়মিত এবং অননুমোদিত অনুপস্থিতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এ পর্যায়ে অধ্যক্ষগণ বিভাগীয় প্রধানগণের মাধ্যমে নিয়মিত হাজিরা সংরক্ষণ করবেন। যদি হাজিরা নিশ্চিত না করা যায় তাহলে আগামী জুন/২০২০ মাসের মধ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল হাজিরা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।	আঞ্চলিক পরিচালক/ অধ্যক্ষ (সকল)
৬.	শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু	সরকারি কলেজের কর্মরত শিক্ষকগণের একাডেমিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি ফরম্যাট তৈরি করে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করবেন।	পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)

ক্র.ম	আলোচ্য বিষয়	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.	ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়ন সংক্রান্ত	ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবেন। যথা : • প্রতিটি কলেজে একটি করে এ্যান্টি বুলিং কমিটি থাকবে উক্ত কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য থাকবে; • অভিযোগ বাক্স থাকবে; • কোথাও কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে অধ্যক্ষগণ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে তদন্ত করে প্রমাণকসহ আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে মাউশি অধিদপ্তরকে অবহিত করবেন; • ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে মেন্টরিং-এর ব্যবস্থা করবেন; • শিক্ষার্থীদের বেতন অনলাইনে গ্রহণ করবেন; • শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সদ্য যোগদানকৃত প্রভাষকগণকে ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং এর আয়োজন করবেন। যেমন : চাকুরি বিধিমালা, ক্লাসে পাঠদান পদ্ধতি, উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;	আঞ্চলিক পরিচালক (সকল) এবং অধ্যক্ষ (সকল)

আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩/১১/১৮

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক
ফোন : ৯৫৫৩৫৪২

Kamrun Nahar/AD/AQAU/P&D/DSHE